ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৪ ● কলকাতা ● ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে চান সালমান খান

পৃঃ ৫

'আমি কোহলিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরাইনি'

পৃঃ ৬

চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে

শাসকের প্রতিনিধিকে ঘিরে বিক্ষোভ, ব্রাত্যকে ফোন করলেন কুণাল

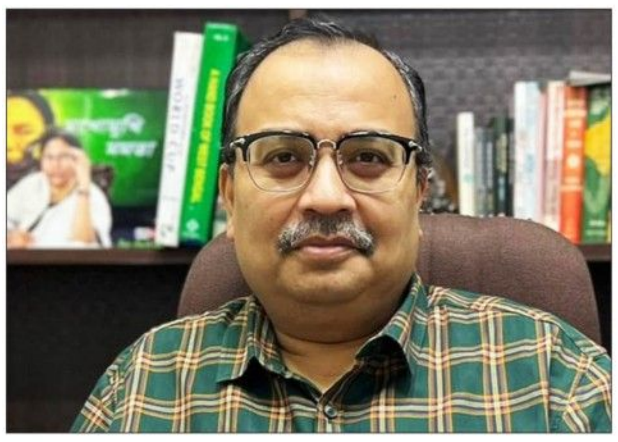

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১ হাজার দিন অতিক্রান্ত হয়েছে এসএলএসটি-র চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন। শনিবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আগমন হতে থাকে চাকরিপ্রার্থীদের অনশন মঞ্চে।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি অনেকেই উপস্থিত হন এই আন্দোলন কর্মসূচিতে। কিন্ত বেলা গড়াতেই চাকরি প্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে হাজির হন শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।একইসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের মুখপাত্র আরও উল্লেখ করেন, ' আজ যখন রাসমণি চুল বিসর্জন দিচ্ছেন, তখন মনে হয়েছে অফিসে কথা না বলে ওঁদের সঙ্গে এসে দেখা করে যাই, তাই এখানে সরাসরি ওদের সঙ্গে কথা বলতে আসি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ভুল হলে তার নিশ্চই প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

যদিও দিনভর উত্তপ্ত হয়েই থাকল গান্ধীমূর্তির পাদদেশে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন, রাজনীতির নেতাদের আশার বাণী থাকবেই। নতুন বছরে সুখবরের আশায় চাকরি প্রার্থীরা।

তাঁর উপস্থিতিতে সেখানকার পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠে।

শনিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাধ ধর্মতলায় চাকরি প্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে যান

এরপর ৩ পাতায়

দিল্লিযাত্রার দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

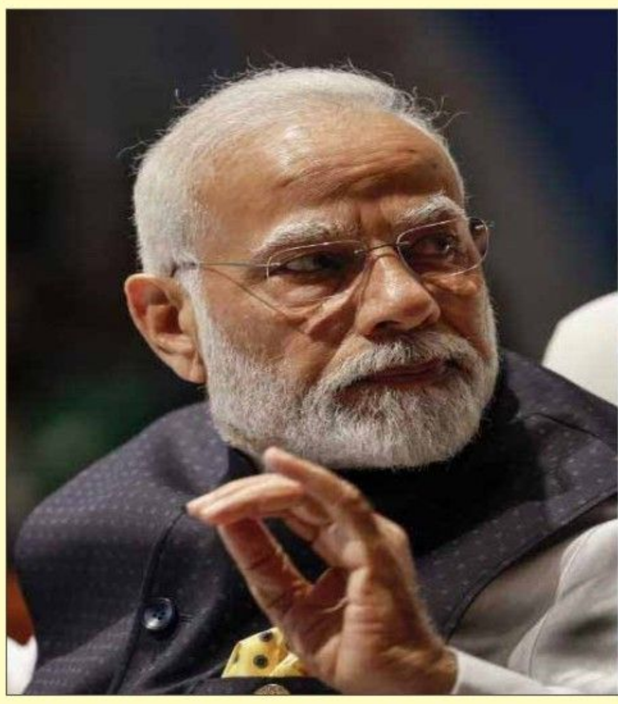

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন তিনি। শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন মমতা। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে দিল্লি গিয়েছিলেন। আগামী ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র চতুর্থ বৈঠক হওয়ার কথা দিল্লিতে। শনিবার বাগডোগরায় মমতা অভিযোগ করেন, "একমাত্র বাংলার সব প্রাপ্য টাকাই বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কোনও স্কিম (প্রকল্প) বন্ধ করিনি। সেই স্কিমগুলোর টাকা যাতে আমরা পাই, তার জন্য আমি ১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ডেট (সময়) চেয়েছি। যদি ডেট দেয় তো ভাল। না হলে আমি (এমনিতেই) ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি যাচ্ছি।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১০০ দিনের কাজের 'বকেয়া' নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছেন আগেই। জানিয়েছেন রাজ্যের কয়েক জন মন্ত্রীকে নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করতে চান। মমতা বলেন, "১০০ দিনের কাজের বকেয়ার টাকা দেয়নি কেন্দ্র। আমাদের টাকা আটকে রয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও আমাদের শেয়ার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের যে ভাগের টাকা পাই, সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা তৈরির টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে টাকা পাওয়ার কথা সেটা দেওয়া হচ্ছে না। এটা আমাদের প্রাপ্য টাকা।" উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ বলেছেন, 'বকেয়া' সংক্রান্ত কথাবার্তা যেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বলে নেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কেন্দ্রের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, "সব রাজ্য যদি ওই টাকা পায়, তবে আমাদের রাজ্য কেন পাবে না? এই জন্যই আমরা সময় চেয়েছি। যদি সময় দেন তো ভাল। না হলে আমরা তো অবশ্যই যাচ্ছি (দিল্লি)।"তাতে আমন্ত্রিত তৃণমূল নেত্রী। তবে জোটের বৈঠকের মধ্যে মমতা ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও এক দিন প্রধানমন্ত্রীর সময় চেয়েছেন। মমতার কথায়, "সময় দিলে ভাল। না হলে আমাদের যা করার করব।"

এর আগে অক্টোবর মাসে রাজ্যের 'বকেয়া'র দাবিতে দিল্লিযাত্রা করেন তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

'বহিষ্কৃত' সাংসদ মহুয়া মৈত্রও,

তাঁদের কী হবে? আতান্তরে কৃষ্ণনাগরিকেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এথিক্স কমিটির রিপোর্টের জেরে সাংসদপদ খুইয়েছেন মহুয়া মৈত্র। আর তার পরেই আতান্তরে পড়েছে কৃষ্ণনগর। কারণ, দলবদলের পর থেকে বিধানসভা কেন্দ্রে সে ভাবে দেখা মেলেনি কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়ের। এ বার কৃষ্ণনগর লোকসভার সাংসদ মহুয়াকে বহিষ্কার করল সংসদ। কী হবে নাগরিকদের, এখন তা নিয়েই ভাবিত কৃষ্ণনগর।

রাজনৈতিক বিরোধিতা ছিল, আছে, থাকবেও। তবুও সব দলের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল বলিয়েকইয়ে এই নেত্রীর। সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, "রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও যে কোনও প্রয়োজনে মহুয়াকে ফোন করে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ওঁর সাংসদপদ খারিজ হওয়া এই লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের কাছে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। যে ভাবে এটা কর হল সেটা আরও খারাপ।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা বিজেপির এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক লড়াইয়ের বাইরে তাঁদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্যও করেছেন মহুয়া। তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন, চিকিতসা সংক্রান্ত বিষয়ে মহুয়া দলের রং না দেখে অকাতরে সাহায্য

এরপর ৩ পাতায়

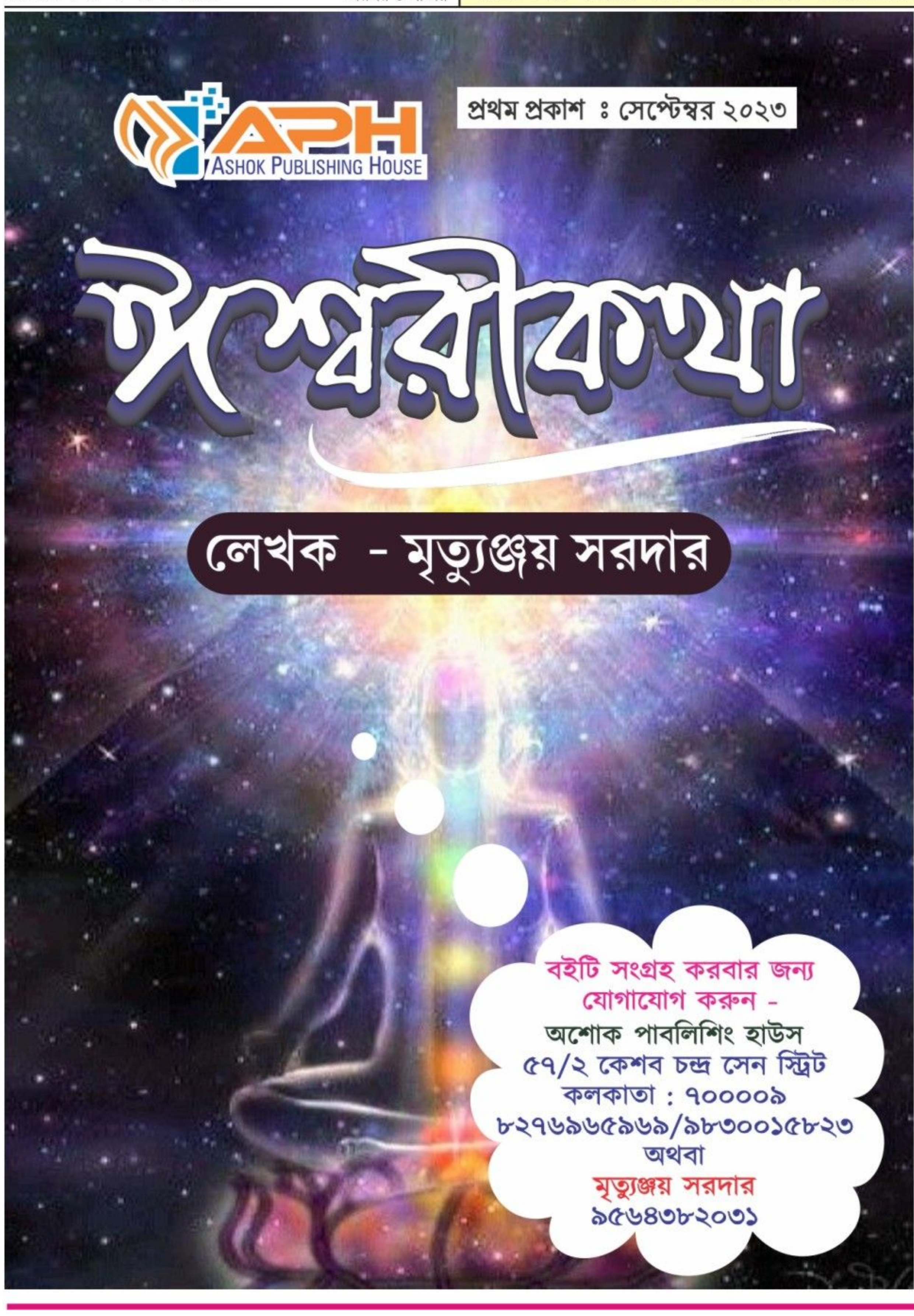

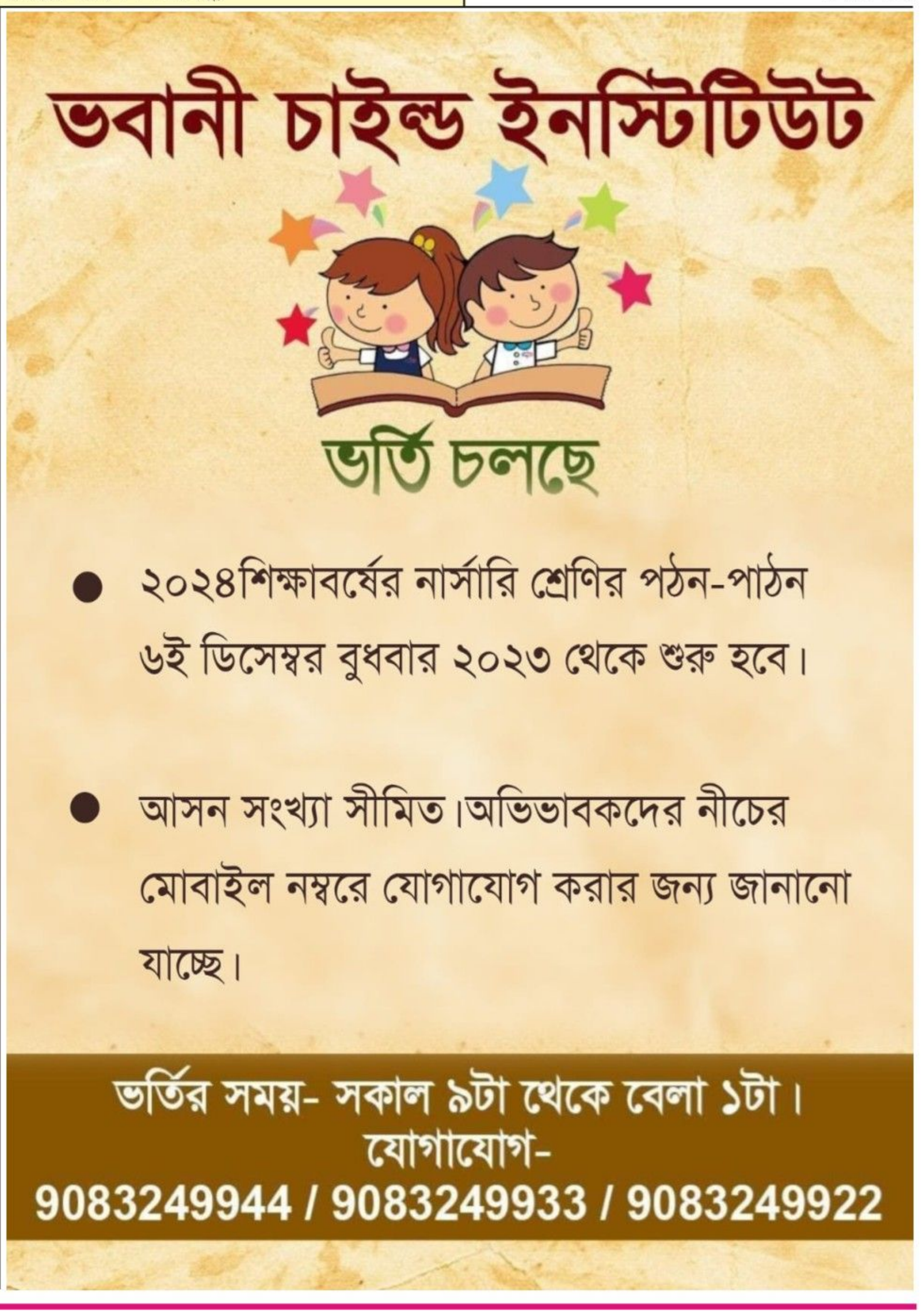

পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪ লক্ষ

শ্রমিক-কর্মী এবং প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩-২৪ পাট বর্ষে (১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪) প্যাকেজিং-এর কাজে পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহার সম্পর্কিত সংরক্ষণের নিয়মনীতি অনুমোদিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আজ এখানে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই নিয়মনীতি অনুসারে, ২০২৩-২৪ পাট বর্ষে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এবং চিনির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ চটের ব্যাগের ব্যবহার প্যাকেজিং-এর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এর ফলে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান প্রস্তাবে কাঁচা পাটের দেশীয় উৎপাদনের বিষয়টিকেও সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, প্যাকেজিং-এর একটি সামগ্রী হিসাবে পাটের ব্যবহার নিশ্চিত করে তোলার পথও প্রশস্ত হবে। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে 'আত্মনির্ভর ভারত' অর্থাৎ, স্বনির্ভর ভারত গঠনের আদর্শও যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করে। দেশে ২০২২-২৩ পাট বর্ষে খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে প্রায় ৬৫ শতাংশ পাটের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। এ সম্পর্কিত আইনটির বাস্তবায়নের পথ অনুসরণ করে সরকার পাটকলগুলিতে কর্মরত ৪ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মীর রুজি-রোজগারের পথ নিশ্চিত করে তুলবে। পাটশিল্পের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত আরও ৪০ লক্ষ পরিবারও এর ফলে আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হবে। বলা বাহুল্য, পাট যেহেতু একটি প্রাকৃতিক উৎপাদন এবং তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য, সেই কারণে পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কাজেও সরকারের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে সফল হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে পাটশিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, এটি হল এক অন্যতম প্রধান শিল্প।

জেপিএম আইনের আওতায় সংরক্ষণ নীতি ৪ লক্ষ শ্রমিক-কর্মীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পথ আরও প্রশস্ত হবে। এছাড়াও, পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪০ লক্ষ কৃষকও এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। দেশে তৈরি চটের ব্যাগের প্রায় ৮৫ শতাংশের যোগান দেওয়া হয় ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই) এবং বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যশস্য সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে। অবশিষ্ট চটের ব্যাগ বিদেশে রপ্তানি এবং সরাসরিভাবে বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়।

সরকার প্রতি বছর আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকার চটের ব্যাগ ক্রয় করে থাকে। মূলত, খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এর কাজে এই ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।

দেশে প্রতি বছর পাটের ব্যাগের গড় উৎপাদন হল ৩০ লক্ষ গাঁট। পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষক এবং পাটশিল্পের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত কর্মী ও পরিবারগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৩০৯টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেল মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সূচনা করেছে। এপর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ১৩০৯টি স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মন্ত্রক বিভিন্ন স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ নিয়মিত করে থাকে। একাজে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারীত্বে নানা ধরনের নির্মাণ কাজ করা হয়। রেল স্টেশনগুলির উন্নয়নের সময় যাত্রীদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, ট্রেনের নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে দমকল বিভাগ, বন বিভাগ, বিমানবন্দর সহ বিভিন্ন সংস্থার থেকে ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নিকাশী ব্যবস্থাপনা, অপটিক্যাল ফাইবার লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থানান্তরিত করতে হয়। এছাড়াও এই কাজ করার সময় ট্রেন চলাচল এবং যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য এই মূহূর্তে কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করাহয়নি।

যে ১৩০৯টি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯৮টি রেল স্টেশন রয়েছে। এগুলি হল আদ্রা, আলিপুরদুয়ার জংশন, আলুয়াবাড়ি রোড, অম্বিকা কালনা, আনারা, অন্ডাল জংশন, আন্দুল, আসানসোল জংশন, আজিমগঞ্জ, বাগনান, বালি, ব্যান্ডেল জংশন, বনগাঁ জংশন, বাঁকুড়া, বরাভূম, বর্ধমান, ব্যারাকপুর, বেলদা, বহরমপুর কোর্ট, বেথুয়াডহরি, ভালুকা রোড, বিন্নাগুড়ি, বিষ্ণুপুর, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বার্নপুর, ক্যানিং, চন্দননগর, চাঁদপাড়া, চন্দ্রকোনা রোড, দলগাঁও, ডালখোলা, ডানকুনি, ধুলিয়ান গঙ্গা, ধুপগুড়ি, দীঘা, দিনহাটা, দমদম জংশন, ফালাকাটা, গড়বেতা, গেদে, হলদিয়া, হলদিবাড়ি, হরিশচন্দ্রপুর, হাসিমারা, হিজলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, জঙ্গিপুর রোড, ঝালদা, ঝাড়গ্রাম, জয়চন্ডী পাহাড়, কালিয়াগঞ্জ, কল্যাণী ঘোষপাড়া, কল্যাণী জংশন, কামাক্ষাগুড়ি, কাটোয়া জংশন, খাগড়াগড় রোড, খড়গপুর,

এরপর ৩ পাতায়

কিতাব অনুষ্ঠানে অনন্ত বিজয়ের বই প্রকাশ করে

অযোধ্যা অধ্যায়ের সূচনা করল প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন

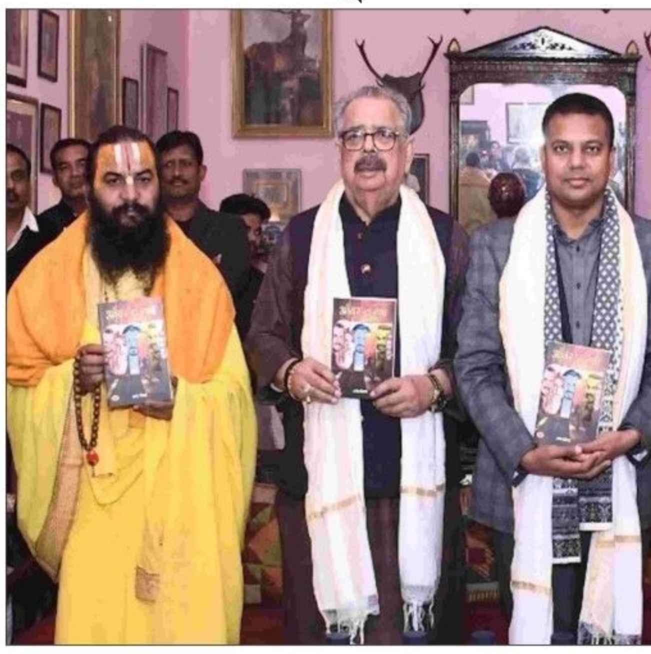

8 December 2023, Kolkata: নিউজ সারাদিন : প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন (পিকেএফ) অযোধ্যার নয়া এক অধ্যায়ের সূচনা করল সাংবাদিক-লেখক অনন্ত বিজয়ের লেখা হিন্দি বই ওভার দ্য টপঃ ওটিটি কা মায়াজাল -এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের আইকনিক রাজসদনে। এই বইয়ের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পিকেএফ তার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের পদচারণা প্রসারিত করল।

অযোধ্যার রাজপরিবারের সদস্য এবং রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টি বিমলেন্দ্র মোহন প্রতাপ মিশ্র শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনন্ত বিজয়ের এই বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অযোধ্যার মেয়র গিরিশ পতি ত্রিপাঠি, অযোধ্যার এসএসপি রাজ করণ নায়ার, পণ্ডিত মিথিলেশ নন্দিনী শরণ, অযোধ্যার কমিশনার গৌরব দয়াল সহ আরও অনেকেই।

অনুষ্ঠান শেষে লেখক অনন্ত বিজয়ের সঙ্গে এক আলোচনায় অংশ নেন মনোজ রাজন ত্রিপাঠি। লেখক তাঁর বই থেকে গল্প, উপাখ্যান এবং এই বইয়ের মূল বক্তব্য ভাগ করে নেন।

প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন সম্প্রতি নিউইয়র্ক, ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যগুলির কিছু প্রধান শহর ভারত এবং বিদেশের ৫৫ টিরও বেশি শহরকে যুক্ত করেছে। যেখানে তার সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যের পদচিহ্ন প্রসারিত করার জন্য - অযোধ্যা - ভগবান রামের শহর - সর্বশেষ সংযোজন। এর আগে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পিকেএফ অযোধ্যায় তিন দিনের সাংস্কৃতিক উৎসব 'রামায়ণ কলা উৎসব'-এর আয়োজন করেছিল।

সরযূ নদীর উপস্থিতি এবং কবি-সন্ন্যাসী তুলসীদাসের রামচরিতমানসের পবিত্র সাহিত্যের ঐতিহ্যে ধন্য হয়ে ওঠা এই অযোধ্যা প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশনের পক্ষে রাজকীয়ভাবে তাঁদের এই সাহিত্যযাত্রার সূচনা ছিল নিঃসন্দেহে এক গর্বের এবং স্মরণীয় এক মুহূর্তও।

প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন এর তরফ থেকে যে এই সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উদ্যোগের সূচনা হয় সেখানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন লখনউ-এর এহসাস ওমেন দীপা মিশ্র। এরই পাশাপাশি তিনি অযোধ্যার রাজ পরিবার থেকে ভারতের বিখ্যাত কবি, সংগীত এবং চলচ্চিত্র পণ্ডিত যতীন্দ্র মিশ্রকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

লেখক অনন্ত বিজয়: দুই দশকের সাংবাদিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দৈনিক জাগরণের সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট। তিনি বিভিন্ন ধারার নয়টি বই লিখেছেন। যার মধ্যে রয়েছে 'মার্কসবাদ কা অর্ধসত্য', 'বেস্টসেলিং বলিউড সেলফি' এবং সর্বশেষ 'ওভার দ্য টপ: ওটিটি কা মায়াজাল'। তিনি চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য জাতীয় পুরস্কারও পান।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

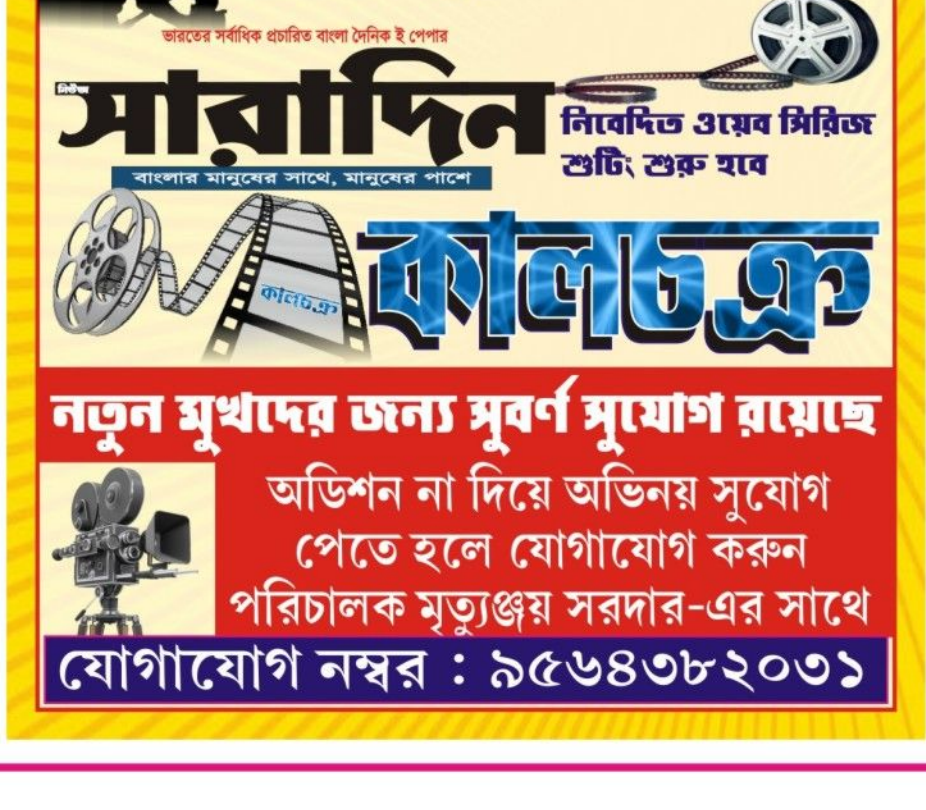

অবস্থানের হাজারতম দিনে মাথা মুড়িয়ে

প্রতিবাদ পুরুষ ও মহিলা চাকরি প্রার্থীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিকে সব চাকরি বিক্রি করে দিয়েছে, আরেকদিকে যোগ্য প্রার্থীরা এক হাজার দিন ধরে করে চলেছে অবস্থান বিক্ষোভ। মাথা কামাতে কামাতেই মহিলা চাকরিপ্রার্থীর গলায় শোনা গেল হতাশার সুর। বললেন, "আমাদের যন্ত্রণার আজ হাজার তম দিন। সরকার উদাসহীন আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে।"

ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হলেন প্রতিবাদীরা। শুধু পুরুষরা নন, মাথা কামাতে দেখা গেল মহিলা চাকরিপ্রার্থীদেরও। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি। ধর্মতলায় প্রতিবাদীদের প্রসঙ্গে কৌস্তভ বলেন, "আমার প্রতিবাদের ভাষা যদি কোনওভাবে ওদের অনুপ্রাণিত করে থাকে তাহলে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করব।"এই প্রতিবাদীদের পক্ষে এখন সমস্ত সাধারণ মানুষ, শুধু সরকারি এদের বিরুদ্ধে।

একাধিক পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে অনেক মহিলা প্রার্থীও আজ মাথার চুল কামিয়েছেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে। জনৈক প্রতিবাদী মহিলা বলেন, আমাদের যন্ত্রণার আজ হাজার তম দিন। সরকার উদাসহীন আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে। এর প্রতিবাদ জানাই। একেবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে আর এক চাকরিপ্রার্থী বলছেন, "মাননীয় আপানার রাজ্যে এটা কাম্য নয়। আমাদের চুল এভাবে বিসর্জন করতে হবে? আর কী করতে হবে আমাদের?" একটা সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্য আজ হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার চোখের জল ফেলে চলেছেন।আমাদের যন্ত্রণার আজ হাজার তম দিন। সরকার উদাসহীন আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে। এর প্রতিবাদ জানাই। একেবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে আর এক চাকরিপ্রার্থী বলছেন, "মাননীয় আপানার রাজ্যে এটা কাম্য নয়। আমাদের চুল এভাবে বিসর্জন করতে হবে? আর কী করতে হবে আমাদের?"

মেক ইন ইন্ডিয়া'র মতো 'ভারতে বিবাহ' উদ্যোগটিকে

জনপ্রিয় করতে আহ্বান জানাচ্ছি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তরাখন্ডের দেরাদুণে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট - এ 'উত্তরাখন্ড আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩'-এর উদ্বোধন করেছেন। এরপর, তিনি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। শ্রী মোদী হাউস অফ হিমালয়াস ব্র্যান্ড এবং সশক্ত উত্তরাখন্ড বইটি প্রকাশ করেছেন। এবারের সম্মেলনের মূল ভাবনা 'শান্তি থেকে সমৃদ্ধি'।

অনুষ্ঠানে শিল্পপতিরা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। আদানী গ্রুপের ডিরেক্টর এবং কৃষি, তেল ও গ্যাস শাখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী প্রণব আদানী বলেছেন, বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের উদ্যোগের কারণে উত্তরাখন্ড অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে। এখানে এ জায়গা থেকে বিভিন্ন ছাড়পত্র পাওয়ার সুযোগ, ব্যয়সাশ্রয়ী মূল্যে জমি কেনা, স্বল্প মূল্যে বিদ্যুতের সুবিধা এবং দক্ষ মানবসম্পদের কারণে বিনিয়োগকারীরা আকর্ষিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যকে নিরন্তর সহযোগিতা করায় তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

জেএসডব্লিউ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সজ্জন জিন্দল বলেন, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করার সময় এই রাজ্যের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একাত্মতা তিনি উপলব্ধি করেছেন। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ভারত খুব শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে নেতৃত্বদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উত্তরাখন্ডে তাঁর সংস্থা আনুমানিক ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। গত মাসে পরিচ্ছন্ন কেদারনাথ প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই কাজে উত্তরাখন্ড সরকারের সমর্থন পাওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জি-২০ শিখর সম্মেলন আয়োজনের সাফল্য তুলে ধরে আইটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সঞ্জীব পুরী বলেন, বিশ্বে অসচ্ছল রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন। গত কয়েক বছরে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে পেরেছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার-সাধনের ফলে জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে কেউ কেউ বলছেন, এই শতক এবং এই শতাব্দী ভারতের। পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা যোগগুরু শ্রী বাবা রামদেব প্রধানমন্ত্রীকে বিকশিত ভারতের পরিকল্পনাকারী বলে উল্লেখ করেন। ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন, পতঞ্জলি সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছে। এই সংস্থা ভবিষ্যতে ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করবে এবং ১০ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। নতুন ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার প্রশংসা করে তিনি উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে রামদেব কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে এখানে শিল্প স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়ন নজরে আসছে, তিনি তার প্রশংসা করেন। ইমার ইন্ডিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী দেশের উন্নয়নে দিশা দেখানো এবং যথাযথ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ভারতকে বিকশিত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কর্পোরেট জগৎ সেই উদ্যোগে অংশীদার হতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সম্পর্ক বর্তমানে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। জিএসটি-র মতো বিভিন্ন সংস্কারমূলক নীতি বাস্তবায়ন এবং শিল্প জগতে ফিনটেক-এর মতো উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে এক

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

'বহিষ্কৃত' সাংসদ মহুয়া মৈত্রও, তাঁদের কী হবে? আতান্তরে কৃষ্ণনাগরিকেরা

করেছেন। তেমন জনপ্রতিনিধির বহিষ্কারে খানিকটা হলেও মন খারাপ বিজেপি নেতাদেরও।শুধু কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভাই নয়, করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত মহুয়ার সংসদীয় কেন্দ্রেই 'ক্ষোভ' এথিক্স কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। আবার ভিন্নমতও আছে। সাংসদপদ খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রবল, তা কৃষ্ণনগর আঁচ করতে পেরেছিল গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকেই। অনেকেই মনে করছিলেন, সম্মিলিত বিরোধীদের চাপে হয়তো নরম মনোভাব নেওয়া হবে। কিন্তু বেলা গড়াতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এই দফায় সংসদে মহুয়ার শেষ দিন হতে চলেছে শুক্রবারই। তার পরেই পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায় কৃষ্ণনগর লোকসভার আনাচেকানাচে। কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে তেহট্ট সর্বত্র এথিক্স কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে গণআলোচনা শুরু হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। চায়ের কাপে ওঠে তুফান। তাতে এক দিকে যেমন এথিক্স কমিটির সুপারিশের বিরোধিতার সুর শোনা যায়। তেমনই মহুয়া জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে 'ছেলেখেলা' করেছেন, এই মতও শোনা যেতে থাকে অল্পবিস্তর। কেউ যদি চোখ পাকিয়ে বলে ওঠেন, বিজেপির মোদী সরকার আদানির অনিয়ম নিয়ে সংসদে 'কোণঠাসা' হওয়ার 'ভয়ে' মহুয়াকে অন্যায় ভাবে লোকসভা থেকে তাড়াল, তার প্রত্যুত্তর এসেছে, মহুয়া যে ভাবে সংসদের 'লগইন আইডি' বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে দেশের গরিমা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস মেনে নেওয়া যায় না। তার শাস্তি মহুয়া পেয়েছেন। তবে সাংসদ না থাকার প্রভাব যে নাগরিক পরিষেবায় পড়তে চলেছে তা নিয়ে কোনও বিরোধ নেই কৃষ্ণনগরের ভোটারদের মধ্যে। কারণ, এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের 'বিজেপি' বিধায়ক মুকুল রায় দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। ইদানীং তো শয্যাশায়ী। কেন্দ্রেও তাঁকে দেখা যায় না অনেক দিন। এ বার সেই এলাকা সাংসদ শূন্য হয়ে গেল।এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর চকের পাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ সোমা ঘোষ বলেন, "বিভিন্ন সরকারি কাজে বিধায়ক কিংবা সাংসদের শংসাপত্রের প্রয়োজন হয়। আমাদের বিধায়ক অসুস্থ। এ বার অনৈতিক ভাবে খারিজ করা হল মহুয়ার সাংসদ পদও। আমাদের পরিষেবার কী হবে?" নাকাশিপাড়ার বাসিন্দা সুবিমল মণ্ডল ক্যানসার আক্রান্ত। তিনি বলছেন, "কেন্দ্রীয় তহবিলের সাহায্য পাওয়ার জন্য সাংসদের সুপারিশপত্র বাধ্যতামূলক। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ। কিন্তু সাংসদই যদি না থাকেন তাহলে অর্থ সাহায্য পাব কী করে! এত ব্যয়বহুল চিকিতসা চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'' করোনাকালের স্মৃতি রোমন্থন করছেন বিক্রমজিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, "কোথাও অক্সিজেন মিলছিল না। হাসপাতালে বেড নেই। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হওয়ার অবস্থা। আমরা সবাই ছুটেছিলাম মহুয়া দি'র কাছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। আপতকালীন ভেন্টিলেটরও পেলাম। এক মাসের মধ্যে মহকুমা হাসপাতালে বসল অক্সিজেন প্ল্যান্ট। ওঁর সাংসদপদ খারিজ হওয়া মানুষের কাছে বিরাট ক্ষতি।"

১-ম পাতার পর

দিল্লিযাত্রার দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান। গত ৪ অক্টোবর রাতে তুলকালাম কাণ্ড দেখা দিয়েছিল কৃষি ভবনে। তৃণমূলের অবস্থানে হাজির হয় দিল্লি পুলিশ। একে একে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় অভিষেক, শান্তনু সেন, বিরবাহা হাঁসদা এবং মহুয়া মৈত্রদের। যার প্রেক্ষিতে সে দিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, "আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর দিন।"

১-ম পাতার পর

চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে শাসকের প্রতিনিধিকে ঘিরে বিক্ষোভ, ব্রাত্যকে ফোন করলেন কুণাল

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি সেখানে যাওয়া মাত্রই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শাসক দলের এই নেতাকে দেখা মাত্রই চোর ধরো জেলে ভরো স্লোগান তুলতে থাকেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি। কৌস্তভ বাগচি বলেন, 'শাসক দলের প্রতিনিধিরা এখানে কী নাটক করতে এসেছেন? যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সরকার কাউকে নিয়োগপত্র দিয়ে পাঠাক। এদের দেখলে একটাই কথা বলতে হবে চোর ধরো আর জেলে ভরো। অন্যদিকে কুণাল ঘোষ আবার ধরনাকারীদের সামনেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ফোন করেন এবং সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কথা বলেন।

এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। ১০০০তম দিনে তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বাম, বিজেপি, কংগ্রেস নেতারা তাদের সঙ্গে দেখা করেন। বিকেলে ওই মঞ্চে উপস্থিত হন কুণাল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় হুলস্থুল পরিস্থিতি। তাঁকে ঘিরে শুরু হয় প্রবল বিক্ষোভ। বেশ কিছু ক্ষণ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে। যদিও পরে কুণাল ঘোষ বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলেন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে।চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে কুণাল ঘোষ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কোনও একটি জটিলতার জন্য এই প্রার্থীদের চাকরি আটকে আছে। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী, সবাই চান দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজে কথা বলেছেন চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে। নিয়োগ নিয়ে জট খুলুক।

২ পাতার পর

১৩০৯টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

কলকাতা, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, কুমেদপুর, মধুকুন্ডা, মালদা কোর্ট, মালদা টাউন, মেচেদা, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ ধাম, নৈহাটি জংশন, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ ফারাক্কা, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ মাল জংশন, পানাগড়, পান্ডবেশ্বর, পাঁশকুড়া, পুরুলিয়া জংশন, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া জংশন, শালবনী, সামসি, শিয়ালদা, শালিমার, শান্তিপুর, শেওড়াফুলি জংশন, শ্রীরামপুর, সিউড়ি, সোনারপুর জংশন, সুইসা, তমলুক, তারকেশ্বর, তুলিন, উলুবেড়িয়া, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, মধ্যমগ্রাম এবং বারাসাত।

ত্রিপুরায় চারটি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে আনা হয়েছে। এগুলি হল- আগরতলা, ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর।

আসামে যে ৫০টি স্টেশনের অমৃত ভারত প্রকল্পে উন্নয়নের কাজ করা হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলু নিউ হাফলং, নিউ করিমগঞ্জ, শিলচর এবং গুয়াহাটি।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন রেল, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

২ পাতার পর

মেক ইন ইন্ডিয়া'র মতো 'ভারতে বিবাহ' উদ্যোগটিকে জনপ্রিয় করতে আহ্বান জানাচ্ছি"

ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে। টিভিএস সাপ্লাই চেন সলিউসনস-এর চেয়ারম্যান শ্রী আর দিনেশ প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে যে উন্নয়ন যাত্রা সূচিত হয়েছে, তাতে তাঁদের সংস্থা অংশীদার হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন। উত্তরাখন্ডে এই সংস্থা টায়ার এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণ ও ওয়্যারহাউস-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরও বিনিয়োগ করা হবে। এর ফলে, ৭ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ডিজিটাল এবং সুস্থায়ী পরিবর্তনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিতে টিভিএস আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সিআইআই-এর সভাপতি হিসেবে রাজ্যে ১০টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। দেশের মধ্যে উত্তরাখন্ড-ই প্রথম রাজ্য, যেখানে বহুমুখী দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রে ১০ হাজার মানুষ আতিথেয়তা, স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য প্রশিক্ষণ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী দেবভূমি উত্তরাখন্ডে উপস্থিত হতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গত তিনটি দশক আসলে উত্তরাখন্ডের দশক। সিল্কিয়াড়া সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের সফলভাবে উদ্ধার করায় তিনি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। এই রাজ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরাখন্ডে আমরা আধ্যাত্মিকতা এবং উন্নয়ন একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি। তিনি তাঁর রচিত একট কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিনিয়োগকারীদের প্রধানমন্ত্রী বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভারতের এসডব্লিউওটি-র মূল্যায়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এই মূল্যায়নে এদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা, আত্মপ্রত্যয়, উদ্ভাবন এবং সম্ভাবনার প্রাচুর্যের প্রতিফলন দেখা গেছে। তিনি বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের নাগরিকরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা চান। "উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত অস্থায়ী সরকারের পরিবর্তে স্থায়ী সরকার প্রত্যাশা করে"। এই প্রসঙ্গে তিনি সদ্য অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, মানুষ সুপ্রশাসনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভোট দিয়েছেন। কোভিড অতিমারী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা স্থানে অস্থির অবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে চলেছে। "কোভিড টিকা বা আর্থিক নীতি-প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত তার দক্ষতা প্রমাণ করেছে"। ফলস্বরূপ, অন্যান্য বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের আজ তুলনা করা হচ্ছে। এই শক্তির সুফল উত্তরাখন্ড সহ দেশের প্রতিটি রাজ্যে অনুভূত হচ্ছে।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, সর্বত্র দ্বিগুণ উদ্যোগ নজরে আসছে। রাজ্য সরকার আঞ্চলিক বাধ্যবাধকতাকে বিবেচনা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরাখন্ডে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করছে। উত্তরাখন্ড সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার একে অপরের উদ্যোগগুলির বাস্তবায়নে সহায়তা করে। গ্রামাঞ্চল থেকে চারধাম পর্যন্ত সর্বত্র বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ হচ্ছে। সেদিন আর দেরী নেই, যখন মাত্র আড়াই ঘণ্টায় দিল্লি থেকে দেরাদুণে পৌঁছনো যাবে। দেরাদুণ এবং পন্থনগর বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের ফলে আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। রাজ্যে হেলি-ট্যাক্সি সার্ভিস এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এর ফলে, কৃষি, শিল্প, পণ্য পরিবহণ, পর্যটন এবং আতিথেয়তার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ দিত। কিন্তু, ডবল ইঞ্জিন সরকার ঐ গ্রামগুলিকে দেশের প্রথম গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে পড়া গ্রাম ও অঞ্চলগুলি এই কর্মসূচির সুফল পাচ্ছে। রাজ্যের যেসব সম্ভাবনাকে এতদিন কাজে লাগানো হয়নি, সেগুলিকে কাজে লাগাতে তিনি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে আহ্বান জানান। উত্তরাখন্ডের পর্যটন শিল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল এই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। আজ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পর্যটকরা ভারত ভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এদেশের ঐতিহ্য এবং প্রকৃতিকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে বিষয়-ভিত্তিক ট্যুরিস্ট সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে। উত্তরাখন্ড প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কারণে এক ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। যোগ, আয়ুর্বেদ, তীর্থ এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস্ এর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তিনি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী ধনী ব্যক্তি এবং যুবক-যুবতীদের মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো 'ভারতে বিবাহ' উদ্যোগটিকে জনপ্রিয় করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আগামী ৫ বছরে এই রাজ্যে অন্তত একটি বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুরোধ জানান তিনি। "যদি এক বছরে উত্তরাখন্ডে ৫ হাজার বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়, তা হলে নতুন এক পরিকাঠামো গড়ে উঠবে এবং এই রাজ্য সারা পৃথিবীর কাছে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার গন্তব্য হয়ে উঠবে"। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের সংকল্প ভারত নিয়েছে, সেই বিষয়গুলি তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, আজ ভারত জুড়ে পরিবর্তনের এক জোরালো বাতাস বইছে। গত ১০ বছরে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত গড়ে তোলা হয়েছে। একদা বঞ্চিত নাগরিকদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করছে। নব্য মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থিক সচ্ছলতার কারণে বর্তমানে অনেক বেশি খরচ করছেন। "আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। উত্তরাখন্ডে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষমতা বিরাট এক বাজার সৃষ্টি করেছে"। হাউস অফ হিমালয়াস ব্যান্ড চালু করায় প্রধানমন্ত্রী উত্তরাখন্ড সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাজ্যের স্থানীয় পণ্যগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ। "আমাদের ভোকাল ফর লোকাল এবং লোকাল ফর গ্লোবাল ধারণাকে হাউস অফ হিমালয়াস আরও শক্তিশালী করে তুলবে"। দেশে প্রত্যেক জেলা ও ব্লকের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজারে সমাদৃত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রান্নার কাজে ব্যবহৃত মাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী আজ বিদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। এদেশের বিশ্বকর্মারা তাঁদের চিরায়ত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের পণ্য সামগ্রীকে চিহ্নিত করতে বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কৃষি পণ্য উৎপাদক সংগঠনগুলিকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। লাখোপতি দিদি অভিযান কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের ২ কোটি দিদিকে লাখোপতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। এই উদ্যোগের ফলে হাউস অফ হিমালয়াস ব্র্যান্ডও উপকৃত হবে। দিল্লির লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা যাই করি না কেন, তা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, যাতে সারা বিশ্ব আমাদের মানকে অনুসরণ করে। আমরা যে সামগ্রী উৎপাদন করবো, তাতে যেন কোনও খুঁত না থাকে। আমরা বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় গুণমানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেব"। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎসাহ-ভিত্তিক উৎপাদন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ-শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অণু, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেট্রোলিয়াম আমদানীর জন্য বর্তমানে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। কয়লার জন্য ব্যয় হয় ৪ লক্ষ কোটি টাকা। আজও ভারতকে ১৫ হাজার কোটি টাকার ডালশস্য আমদানী করতে হয়। এদেশে ডালশস্য এবং তৈলবীজ আমদানীর উপর নির্ভরতা কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্যাকেটজাত খাদ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে দেন। ভারতে দানাশস্যের মতো বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য রয়েছে। আয়ুষ-ভিত্তিক জৈব খাদ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের কৃষক ও শিল্পপতিরা এই সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাতে পারেন। আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছনোর জন্য স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীকেও প্যাকেটজাত করে বিক্রি করা যেতে পারে। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে, এদেশের বিভিন্ন কোম্পানী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এক অভূতপূর্ব সময় এসেছে। "আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে"। এই কৃতিত্বের দাবী রাখে একটি স্থায়ী সরকার, সহায়ক নীতি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, সংস্কারমুখী ও পরিবর্তনশীল মানসিকতা এবং উন্নয়নের প্রতি আস্থাশীল জনসাধারণ। "এটি সময়, এটি সঠিক সময়, এটিই ভারতের সময়"। উত্তরাখন্ডের উন্নয়ন যাত্রায় তিনি বিনিয়োগকারীদের যুক্ত হতে আবেদন জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে উত্তরাখন্ডের রাজ্যপাল লেঃজেঃ গুরমিত সিং, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পুষ্কর সিং ধামী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

দৈনিক সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ রবিবার ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে অপহৃত পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী, ধন্দে পুলিশ

ফের নাটকীয় ঘটনা পাকিস্তানে । এবার পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী জইশ জঙ্গি মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগির অপহৃত। হাফিজাবাদে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন আলমগির, তখনই অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা তাকে অপহরণ করেছে বলে জানা গিয়েছে।গত ১৯ মাসে পাকিস্তানের মাটিতে প্রাণ গিয়েছে ভারত ও আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা প্রায় ২০ জন পাক জঙ্গির। অধিকাংশই মুম্বই হামলায় জড়িত। এই ঘটনায় ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর দিকেই আঙুল তুলছে পাকিস্তান জানা গিয়েছে, দেরা হাজি গুলামে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল আলমগির। তখনই তার পথ আটকায় একদল দুষ্কৃতী। একটি গাড়িতে জোর করে জইশ জঙ্গিকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। তদন্ত প্রক্রিয়ায় হামলার অন্যতম চক্রী হিসেবে উঠে আসে জইশ-এ-মহম্মদ জঙ্গি মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগিরের নাম। এর পর থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে সে। প্রশ্ন উঠছে, কারা অপহরণ করল আলমগিরকে। ইতিমধ্যে এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং পাক সেনার আধিকারিকরা।

গত সপ্তাহে পাকিস্তানে জেলের মধ্যে ২৬/১১ হামলার অন্যতম চক্রী সাজিদ মীর বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়। বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রয়েছে ওই জঙ্গি। এর আগে গত অক্টোবরে ২৬/১১ হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সহযোগী মুফতি কায়সের ফারুককে করাচির রাস্তায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী। পরের মাসে প্রায় একই কায়দায় করাচিতেই গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হয় জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের ঘনিষ্ঠ মৌলানা রহিমউল্লা তারিক।

আবার বাঘ এসেছে গ্রামে, আতঙ্কে আছে কুলতলী

বনবিভাগের কাছের গ্রাম গুড়গুড়িয়া

সমতুল নস্কর -কুলতলী,সুন্দরবন : নিউজ সারাদিন : গত ৮ ই ডিসেম্বর বিকালে কুলতলী বন বিভাগের বিট অফিসের পাশের গ্রাম মইপীঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের গুড়গুড়িয়া গ্রামে,একদল মানুষ বাঘের পায়ের ছাপ দেখে কুলতলী বনবিভাগের ও মইপীঠ কোস্টাল থানায় খবর দেন। এই খবর পেয়ে কুলতলী বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মীরা আজ ৯ ডিসেম্বর এলাকায় আসেন, ও যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে জঙ্গলের চারিদিকে লায়লোন জাল দিয়ে ঘিরে দেন। সাথে সাথে মইপীঠ কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে মাইক প্রচার করে গ্রামবাসীদের সর্তক করা হচ্ছে

এবং জানানো হচ্ছে আপনার পাশের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ এসেছে এলাকায় কেউ যেন না জঙ্গলের পাশে

জাল ঘেরার কাছে যায়। ও সবাইকে অনুরোধ করছে বনদপ্তর এর কাজে যেন সবাই সহযোগিতা করে , আজ শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বন বিভাগের কর্মীরা জঙ্গলে খোঁজ করে দেখেন বাঘের পরিতক্ত পায়খানা ও বাঘের পায়ের ছাপ। এলাকার এক মৎস্যজীবী সঞ্জয় মন্ডল বলেন,শুক্রবার বিকালে তারা নদীর চর থেকে মাছ ধরে ফেরার সময় বাঘের পায়ের বহু ছাপ দেখেছেন এবং জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ডাক শুনেছেন। সাথে সাথে কুলতলী বিট অফিসে ও মৈপীঠ কোস্টাল থানাতে খবর দেওয়ার পরে বনদপ্তর থেকে বাঘ কে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েকদিন আগে পাথরপ্রতিমা থানাতেও বাঘ এসেছিল ।প্রতি বছর এই সময় গ্রামে বাঘ আসে দুটি কারণে ,প্রথম কারণ ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসের এই সময়ে বাঘ প্রজনন করে একটি বাঘিনীর সাথে একটি,দুটি বাঘ প্রজনন করায় ব্যাস্ত থাকে সেই ভয়ে নদী পেরিয়ে গ্রামে আসে। দ্বিতীয় কারন বাঘিনী বাচ্চা জন্ম দেয়ার পরে পুরুষ বাঘ ওই বাচ্চা খেয়ে নেয় বলে শুনেছি ,এই কারণে বাঘের বাচ্চা কে বাঁচানোর জন্য গ্রামে চলে আসে বলে আগের দিনে

জঙ্গল জীবিদের মুখে শোনা।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(ত্রয়োদশ পর্ব)

বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে

সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি

ক্রমশঃ

অভিষেকের মুখে নতুন ডায়মন্ড হারবার মডেল-

পাখির চোখ কি '২৪এর নির্বাচন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়েছে ২০২৪ এর ভোটকে সামনে রেখে। রাজ্যের ঘোষণা ছিল, ৬০ বছরের উর্দ্ধে প্রবীণ নাগরিকদের পেনশন দেওয়া হবে। কিন্তু আবেদন করেও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে বহু মানুষ সেই পেনশন পান নি বলেই অভিযোগ। ভোটের ঠিক আগে সেই বিষয়ে নজর দিয়েছেন অভিষেক। গত মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "গত এক-দেড় মাস ধরে আমি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার প্রশাসনের কাছে খবর নিয়েছি। জেনেছি ৭০ হাজার মানুষ দুয়ারে সরকার শিবিরে নতুন করে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছেন। তাঁদের আমরা আমাদের সাধ্যমতো বার্ধক্য ভাতা দেব। সরকার যবে দেবে দিক। তার আগে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আমরা আমাদের সাধ্যমতো বার্ধক্য ভাতা পৌঁছে দেব।"সেই উদ্যোগ তিনি নিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। কারও যদি গায়ে লাগে, তা হলে কিছু করার নেই।"

একদিকে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি অন্যদিকে নওশাদ সিদ্দিকী ওখান থেকে ভোট লড়বে - এই বার্তায় কি চিন্তিত অভিষেক? নওশাদ ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে সে অভিষেককে হারাবে। ওই কেন্দ্রে মুসলিম ভোঁতারের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ওখানে বমেদের ভোট আছে। সবটা মিলিয়ে কি অভিষেক নতুন কোনো রসায়নের গন্ধ পাচ্ছেন? তাই বর্ধক্য পেনশন নিয়ে তিনি এতো তৎপর হয়ে উঠেছেন? সূত্র মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, ডায়মন্ড হারবারে মোট ২০৩টি ক্যাম্প করা হচ্ছে। যাতে যোগ্যরা আবেদন করতে পারেন সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ। যারা গিয়ে আবদন করতে পারবেন না, তাঁদের বাড়ি গিয়ে আবেদনপত্র নিয়ে আসতে হবে বলে নির্দেশ সাংসদের। সবটা। মিলিয়ে সন্দীগ্ধ নাগরিক মহল।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

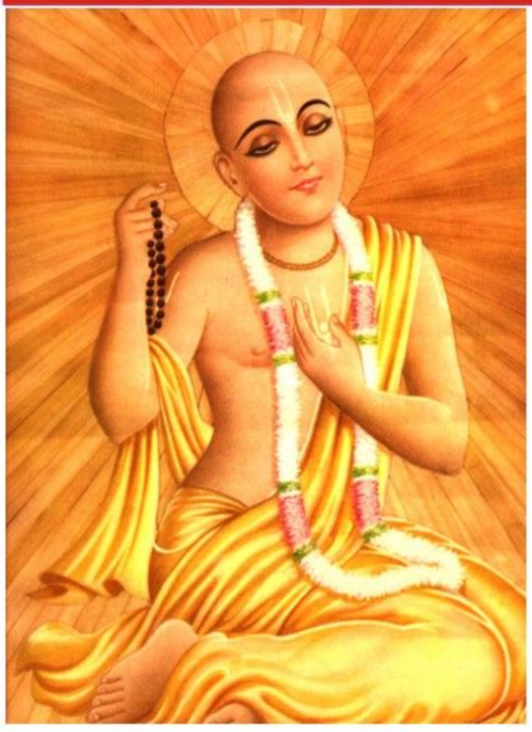

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী কেউ এসবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং সমকালীন ভক্ত কবিদের চৈতন্যদেহ বা চৈতন্যসমাধি সম্পর্কে এমন লৌহ কঠিন নীরবতা সম্ভব হত না। এসবই আবার প্রতাপরুদ্রের পুত্রহন্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তির ফলকটি সঞ্চালিত করে।

ক্রমশঃ

২০ বছরে ২ হাজার খুন, ১ হাজার গুম : মোমিন মেহেদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, দেশী-বিদেশী গণমাধ্যম আর জনতার বক্তব্য থেকে জেনেছি- গত ২০ বছরে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ছাত্র-যুব-জনতার মধ্য থেকে ২ হাজার খুন, ১ হাজার জন গুম হয়েছে।

৯ ডিসেম্বর বিকালে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'মানবাধিকার চাই, লজ্জণ নয়' শীর্ষক এক পথ সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় তিনি আরো বলেন, রাজনীতিতে থাকা ক্ষমতায় আসার আর থাকার অপরাজনীতিকদের কারণে মানবাধিকার আর নেই, আছে লজ্জণ। এসময় নতুনধারার প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শাপ্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান চন্দন সেনগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ লিজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে চান সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলা সিনেমায় অভিনয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন সালমান খান। ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে হাজির হয়ে তার এই ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন বলিউড ভাইজান।

মঙ্গলবার কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রথমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে হাজির ছিলেন সালমান খান। এ সময় নিজের বক্তব্যে অকপটেই সালমান বলেন, তার ধারণা ছিল না কলকাতায় এত বড় মাপে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। এমনকী এই চলচ্চিত্র উৎসব যে ইংরাজিতে ছোট করে (KIFF) বলা হয়, তাও অজানা ছিল এই সুপারস্টারের। তিনি ভেবেছিলেন, (KISS) লেখা আছে।

তবে ছোট করে যা-ই বলা হোক, কলকাতা থেকে যে তিনি প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন, তা বলতে দ্বিধা করননি তিনি।এরপরই সালমান বলেন, মোট ২৩টি জায়গায় সিনেমা প্রদর্শন হবে। সত্যিই আমার ধারণা ছিল না এত বড় করে এখানে চলচ্চিত্র উৎসব হয়। কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের লেখাপড়া বা জ্ঞান কম থাকে। আমারও তাই ছিল। আমায় ক্ষমা করবেন।

নিজের মন্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসাও করেন সালমান। সেই সঙ্গে বাংলা সিনেমাতে অভিনয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। তাই রসিকতায় জমে ওঠে উদ্বোধনী মঞ্চ।

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম বড় চমক অরিজিৎ সিং। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় উৎসবে থিম সং গেয়েছেন তিনি। এবারই প্রথম উৎসবের জন্য নতুন করে থিম সং করা হয়েছে। এই প্রথম উৎসবে 'বেঙ্গলি প্যানোরোমা' বিভাগে দেওয়া হবে সাত লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কার। এ ছাড়া রয়েছে গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল ট্রফি।

এ বছর উৎসবের 'ফোকাস কান্ট্রি' স্পেন। 'স্পেশাল ফোকাস কান্ট্রি' অস্ট্রেলিয়া। উৎসবে শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে মৃণাল সেন, দেব আনন্দ, মুকেশ, শৈলেন্দ্রকে। 'হোমেজ' বিভাগে সৌমেন্দু রায়সহ আরও চার ব্যক্তিত্বের ছবি দেখানো হবে

উৎসবে 'মাস্টার ক্লাস'-এ অংশ নেবেন অভিনেতা সৌরভ শুক্ল, মনোজ বাজপেয়ী এবং পরিচালক সুধীর মিশ্র। উৎসবে তার 'কেনেডি'র প্রদর্শন উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলিউড অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দরি।

বিয়ের পর ওজন বেড়েছে পরিণীতির, জানালেন কারণ!

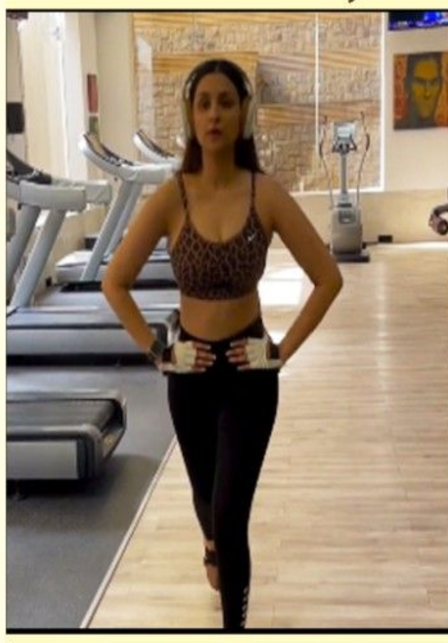

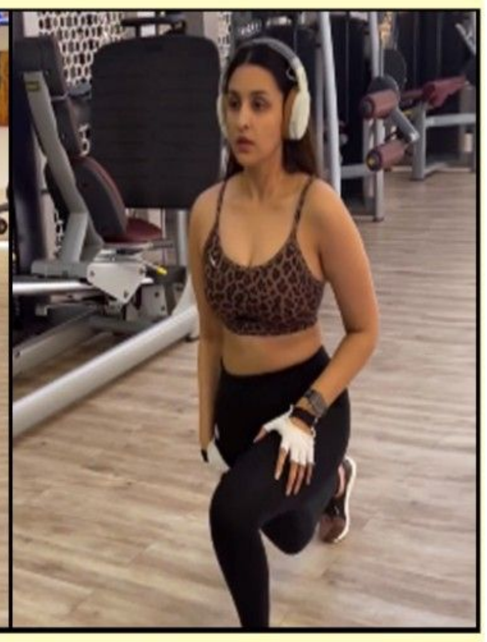

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একটি প্রচলিত কথা রয়েছে, 'বিয়ের পরে নাকি ওজন বাড়ে'। তেমনটাই ঘটেছে বলিউড তারকা পরিণীতির বেলায়। তার বিয়ের পর ১৫ কিলো ওজন বেড়েছে। কেনো এমনটা হয়েছে এ নিয়ে তিনি কিছুটা চিন্তিও।

আগের রূপে ফিরতে আপাতত তাই জিমে গিয়ে পুরোনো চেহারায় ফেরার জন্যই ঘাম ঝরাচ্ছেন এ নায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিণীতি নিজের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি একটি দীর্ঘ ক্যাপশন দিয়েছেন তিনি। এতে পরিণীতি লিখেছেন, শেষ ৬ মাস কাটিয়েছি রহমান স্যারের স্টুডিওতে গান গেয়ে আর বাড়ি ফিরে যতটা সম্ভব জাঙ্ক ফুড খেয়ে। এই রুটিন মেনে চলতাম যাতে আমি 'চমকিলা'-র জন্য অন্যান্য অন্তত ১৫ কিলো ওজন বাড়াতে পারি। গান এবং খাওয়া। এ ছিল আমার রুটিন। এবার ওই সিনেমার শুটিং শেষ।

তিনি আরও লেখেন, এবার গল্পটা সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে। আমি একদিকে যেমন স্টুডিওকে মিস করছি। তেমনই মনে পড়ছে জিমে আমার ওয়ার্কআউট, আমার পুরোনো চেহারাটাকে। আবার এবার অমরজ্যোতজি-এর মতো নয়। নিজের মতো দেখতে চাই। সেই পুরোনো আমি। জানি বিষয়টা বেশ কঠিন। কিন্তু ইমতেয়াজ স্যার আর এ চরিত্রটার জন্য সবকিছু করতে পারি আমি। আরও অনেক ইঞ্চি কমাতে হবে আমায়।

পাশাপাশি পরিণীতি জানান নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে এ সিনেমা। পাঞ্জাবি গায়ক অমর সিংহ চমকিলার স্ত্রী অমরজোত চামকিলার চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। একটি একটি জীবনীচিত্র।

চলতি বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েন রাঘব-পরিণীতি। পরিণীতি চোপড়া অভিনয়ের পাশাপাশি যে একজন দুর্দান্ত গায়িকাও, একথা অজানা নয় কারও। একদম শখের নয়, পরিণীতি বড়পর্দাতেও প্লেব্যাক করেছেন। তার গলায় 'কেশরী' সিনেমার 'তেরি মিট্টি' হোক বা 'মেরি পেয়ারি বিন্দু' সিনেমার 'মানা কি হাম ইয়ার নেহি' দর্শক মজেছেন সুরের মায়ায়।

অভিনয়ে হাতেখড়ি হতে না হতেই নালিশের বহর সুহানার!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর দিন কয়েক পরেই বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খান। জোয়া আখতারের 'দি আর্চিজ' সিরিজের মাধ্যমে বলিউডে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি। আগামী ৭ ডিসেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে সেই সিরিজ। সিরিজের জন্য স্কেটিং, ব্যালের মতো কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়েও যেতে হয়েছে সুহানাকে। শুটিংয়ের আগে মেয়ের মহড়ার সময় নাকি সেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ শাহরুখ। তাতেই নাকি নালিশের বহর বেড়ে গিয়েছিল সুহানার!

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খোলেন নৃত্য প্রশিক্ষক গণেশ হেগড়ে। তিনি বলেন, "সুহানা ও তার সহ-অভিনেতারা যখন 'দি আর্চিজ'-এর জন্য স্কেটিংয়ের মহড়া দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে এসেছিলেন শাহরুখ। তিনি চোখের সামনে ভাল কিছু দেখলেই খুব উৎসাহ দেন। আমরা যখন মহড়ার মাঝে বিরতি নিয়েছি, তখন তিনি এসে আমাকে বলেন- সুহানা নাকি তাকে নালিশ করেছে যে, আমি একদম প্রশংসা করি না। তারপর শাহরুখ নাকি মেয়েকে বলেছেন-গণেশ কোনও দিন আমারও প্রশংসা করেননি, তোমার কী করে করবেন! আমি তখন বললাম- যদি আমি আগেই ওকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতাম, তাহলে ও যতটা খেটেছে গানের ভিডিওর জন্য, সেই পরিশ্রম ও আর করত না। তবে এটা ঠিক, সুহানা বাকিদের চেয়ে অনেক বেশি পরিণতভাবে শুট করেছে।"

শুধু অভিনেত্রী হিসেবে নয়, একই সঙ্গে গায়িকা হিসেবেও অভিষেক হতে চলেছে সুহানার। 'দি আর্চিজ' সিরিজেরই একটি গান গেয়েছেন শাহরুখ-কন্যা। কয়েক দিন আগে সে কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় জানিয়ে একটি পোস্টও করেছিলেন তিনি। সুহানা লেখেন, "আমি আমার জীবনের প্রথম গান গাইলাম। জোয়া আখতার, শঙ্কর মহাদেবনকে ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য।"

জানুয়ারিতেই ওটিটিতে আসতে পারে অ্যানিমেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসের প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত সিনেমা 'অ্যানিমেল'। মাত্র চার দিনেই ভারতীয় বক্স অফিসে ২৪০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে রণবীর কাপুর অভিনীত সিনেমাটি। বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসেও বাজিমাত করছে এটি। বিদেশেও শত কোটি টাকার বেশি আয় করেছে অ্যানিমেল। এবার জানা গেল আগামী বছরের প্রথম মাসের মাঝামাঝিতেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসতে পারে সিনেমাটি। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর বলছে, ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেই ওটিটিতে চলে আসবে অ্যানিমেল।

সিনেমাটি মুক্তির মাত্র কয়েক দিন আগে জানা গিয়েছিল, 'অ্যানিমেল'কে 'এ' গ্রেডভুক্ত করেছে ভারতের সেন্সর বোর্ড। মানে, প্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া অন্যান্য বয়সের দর্শকের ক্ষেত্রে রণবীর কাপুর ও রশ্মিকা মান্দানা অভিনীত এই ছবি দেখার ছাড়পত্র মিলবে না। ছবির একাধিক দৃশ্যেও কাঁচি চালিয়েছে সেন্সর বোর্ড। যেগুলির মধ্যে রয়েছে রণবীর ও রশ্মিকার বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্যও। স্বাভাবিক ভাবেই, বড় পর্দায় সেন্সর বোর্ডের সম্পাদিত সংস্করণই দেখছেন দর্শক। তবে খবর, ওটিটিতে ছবি মুক্তি পেলে বাদ পড়ে যাওয়া দৃশ্যগুলিও নাকি দেখা যাবে মূল ছবির সঙ্গেই।

টাইমসের বর্ষসেরা
ক্রীড়াবিদ মেসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামির ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসিকে ২০২৩ সালের সেরা ক্রীড়াবিদের খ্যাতি দিয়েছে টাইম ম্যাগাজিন। জাতীয় দল ও ক্লাবে তার সাফল্যের জন্য তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

মেসি ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শিরোপা জেতেন। চলতি বছরের জুনে পিএসজি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন তিনি। সেখানে গিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে দুর্দান্ত প্রভাব রাখতে শুরু করেন। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েই তিনি লিগ কাপ জিতিয়েছেন। এছাড়া মেসি রেকর্ড অষ্টম ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে তিনি তাৎক্ষনিক প্রভাব রাখায় তাকে বর্ষসেরা সেরা ক্রীড়াবিদের সম্মাননা দিয়েছে টাইমস। বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হওয়ার দৌড়ে ফুটবলারদের মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হ্যালান্ড ছিলেন। তিনি ম্যানসিটিতে যোগ দিয়েই ট্রেবল জিতেছেন। এছাড়া ফ্রান্সের পিএসজি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পে ছিলেন লড়াইয়ে। তবে মেসির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নোভাক জকোভিচ। তিনি চলতি বছর অস্ট্রেলিয়া ওপেন, ইউএস ওপেন ও ফ্রান্স ওপেন জিতেছেন। এছাড়া মেজর লিগ বেসবল স্টার অ্যারন জাজ বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। গত বছর ম্যাগাজিনটির সেরা ক্রীড়াবিদের সম্মাননা জেতেন তিনি। টাইমস এর সেরা হওয়ায় মেসির নাম বসলো লেবরন জেমস, সিমোন বাইলসের মতো তারকার পাশে।

কারভাহালের চোটে দুর্ভাবনা বাড়ল রিয়াল মাদ্রিদের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের চোটের মিছিল যেন থামছেই না। সবশেষ বাম পায়ের পেশিতে চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন দানি কারভাহাল। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অন্তত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডারকে।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে রিয়াল মাদ্রিদ কারভাহালের চোটের খবর জানায়। এই স্প্যানিয়ার্ড কবে ফিরতে পারেন, সেটা বলা হয়নি। তবে সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে কারভাহালকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী রেয়াল। ম্যাচটি হবে আগামী ১০ জানুয়ারি।

লা লিগায় গত শনিবার গ্রানাদার বিপক্ষে ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন কারভাহাল। বিরতির পর তার জায়গায় লুকাস ভাসকেসকে নামান কার্লো আনচেলত্তি। রিয়াল মাদ্রিদ জেতে ২-০ গোলে।

চলতি মৌসুমে দারুণ ফর্মে আছেন কারভাহাল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ম্যাচ খেলেছেন ১৭টি। তার চোট তাই রিয়ালের জন্য বড় এক ধাক্কাই।

কারভাহালের আগে ভিন্ন ভিন্ন চোটে মাঠের বাইরে আছেন গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া, ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও, মিডফিল্ডার অহেলিয়া চুয়ামেনি, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, লুকা মদ্রিচ, ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়র ও আর্দা গুলার।

স্পেনের শীর্ষ লিগে ১৫ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দুইয়ে জিরোনা।

প্রতিপক্ষের মাঠে
পয়েন্ট খোয়াল আল নাসর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 'ই' গ্রুপের ম্যাচে তাজিকিস্তানের ক্লাব ইস্তিকললের বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে ড্র করে আল নাসর। স্বাগতিকদের শুরুতেই এগিয়ে নেন আলিসের দালিলব। বিরতির পর নাসরকে সমতায় ফেরান আবদুল রহমান গারিব।

ম্যাচের ৩২তম মিনিটে আবদুল রহমানের ভুল পাস বক্সের সামনে পেয়ে বসেন ইসতিকললের আলিসের। বল পেয়ে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করতে ভুলেননি তিনি। তবে বিরতির পর ঠিকই সমতায় ফেরে আল নাসর। ভুল করা সেই আবদুল রহমানেই ফেরান সমতায়। ৫০তম মিনিটে নাওয়াফের বাড়ানো বল সহজ শটে জালে পাঠান এই ফরোয়ার্ড। ড্র করলেও ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে এই পর্ব শেষ করেছে আল নাসর। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ড্রয়ে ১ নম্বর পটে থাকবে তারা।

'আমি কোহলিকে
অধিনায়কত্ব থেকে সরাইনি'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থ মিশন শেষে অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তখন ভারতীয় ক্রিকেটঅঙ্গনে বিষয়টি বেশ আলোচিত ছিল। বলা হচ্ছিল, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই) এর তৎকালীন সভাপতি ও দেশটির সাবেক ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি অধিনায়ত্ব ছাড়তে বাধ্য করেছিল কোহলিকে। এরপর একে ওয়ানডে ও টেস্ট দলের অধিনায়কত্বও ছেড়ে দিয়েছিলেন কোহলি। কিন্তু তিনি ওডিআই এবং টেস্ট অধিনায়কত্ব চালিয়ে যেতে চান এবং বিসিসিআই তাকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেনি, এমন দাবি করে সব ক্রিকেটভক্তদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছিলেন কোহলি।

এবার সেই সমালোচিত বিষয়টি নিয়ে জনসম্মুখে এসে আরও একবার কথা বলেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। দাদাগিরি রিয়ালিটি শো-তে এসে গাঙ্গুলি বলেছেন,'আমি বিরাটকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেই নি। আমি এটি অনেকবার বলেছি। সে টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী ছিল না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি যদি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী না হও, তাহলে পুরো সাদা বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালে ভালো হয়। একজন সাদা বলের অধিনায়ক এবং একজন লাল বলের অধিনায়ক থাকুক।'

গাঙ্গুলি আরও জানিয়েছেন, রোহিত শর্মা তিন ফরম্যাটে অধিনায়ক হতে চায়নি। যেকোনো ভাবে তার হাতে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গাঙ্গুলি বলেন, 'আমি রোহিত শর্মাকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কিছুটা চাপ দিয়েছিলাম। কারণ, সে তিন ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী ছিল না। তাই এতে হয়তো আমার কিছুটা অবদান আছে। বোর্ড যেই পরিচালনা করুক না কেন, সেটি কোনো বিষয় নয়। খেলোয়াড়দের কাজ হলো, মাঠে ভালো পারফর্ম করা। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কাজ করার জন্য আমাকে বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, এটা তারই একটা ছোট অংশ।'

নতুন রেকর্ড গড়ার
দিকে চোখ গার্দিওলার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে টানা ছয় ম্যাচ জিতে শুরুটা দুর্দান্ত করে ম্যানচেস্টার সিটি। তবে এরপরই ছন্দপতন, হেরে বসে পরপর দুই রাউন্ডে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয়ের পর ফের খেই হারিয়ে সবশেষ তিন রাউন্ডে পয়েন্ট হারিয়েছে দলটি। এমন অধারাবাহিকতার কারণে তাদের আবারও লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। তবে কোচ পেপ গার্দিওলার আত্মবিশ্বাসে কোনো চিড় ধরেনি।

খেলোয়াড়দের ওপর আস্থা রেখে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে টানা চারটি লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন এই স্প্যানিয়ার্ড। ১৪ ম্যাচে ৯ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিটি। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষে আছে। আর ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল। গত মৌসুমেও শুরু থেকে লম্বা সময় পর্যন্ত আর্সেনালের চেয়ে পিছিয়ে ছিল সিটি। তবে শেষের দিয়ে বাজিমাত করে তারাই। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে জেতে টানা তিনটি প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি। এবার নতুন রেকর্ড গড়ার দিকে চোখ গার্দিওলার।

লিগে আজ বুধবার অ্যাস্টন ভিলার মাঠে খেলবে সিটি। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা নিয়ে সাবেক বার্সেলোনা কোচ গুয়ার্দিওলা বললেন, কাজটা কঠিন হলেও সামর্থ্য আছে তাদের। তিনি বলেন, আজ আমার মন বলছে আমরা প্রিমিয়ার লিগ জিতব। আমরা যদি লিভারপুল বা (মৌসুমের শুরুর দিকের) টটেনহ্যাম হটস্পারের মানে খেলি, তাহলে আমরা আবার পারব। টানা তিনটি ড্রয়ের পর মানুষ বিশ্বাস করছে না, কিন্তু আমরা সেটা করে দেখাব। আমরা জানি এটা সহজ নয়, কোনো দল এখনও কাজটা করতে পারেনি (টানা চারবার প্রিমিয়ার লিগ জয়) এবং এর অর্থ কাজটা কঠিন।

সবশেষ ম্যাচে টটেনহ্যামের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে সিটি। এর আগে চেলসির মাঠে ৪-৪ ড্রয়ের পর লিভারপুলের সঙ্গে ১-১ সমতায় শেষ করে গুয়ার্দিওলার দল। এই ম্যাচগুলোতে বেশি গোল হজম করাটা চিন্তার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন গুয়ার্দিওলা। তবে দলটির এই পরিসংখ্যান গত মৌসুমের তুলনায় অবশ্য ভালো, সেবার তারা ট্রেবল জিতেছিল।

আসছে ম্যাচের আগে দলটির জন্য আছে স্বস্তির খবর। চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত ডিফেন্ডার জন স্টোন্স। মিডফিল্ডার রদ্রি নিষেধাজ্ঞায় থাকায় এই ম্যাচে হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পারেন ইংলিশ ডিফেন্ডার স্টোন্স। নিষেধাজ্ঞার কারণে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জ্যাক গ্রিলিশও। আর ফিটনেস পরীক্ষায় উতরাতে পারলে খেলতে পারেন উইঙ্গার জেরেমি দোকু।

১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে ভিলা। সিটির জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে একটি পরিসংখ্যান; ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে নিজেদের মাঠে সবশেষ ১৩ ম্যাচেই জিতেছে ভিলা।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ শহরে কোপা আমেরিকা,
ফাইনাল মায়ামিতে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট কোপা আমেরিকা। আগেই নিশ্চিত করা হয়েছিল, এবার কোপা আমেরিকা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের যে ভেনুগুলোতে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে তা জানিয়েছে আয়োজকরা। যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি রাজ্যের ১৪টি শহরের ১৪টি ভেন্যুতে হবে এই টুর্নামেন্ট। ৪৮তম আসরটিতে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি ও উত্তর আমেরিকার ৬টি দেশ অংশ নেবে। প্রতিটি স্টেডিয়াম ম্যাচ পাবে ২ থেকে ৩টি করে। এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে বিশদভাবে জানিয়েছে টুর্নামেন্ট আয়োজকেরা। ২০২৪ কোপা আমেরিকার আসরটি আগামী ২০ জুন শুরু হয়ে চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে। আর ফাইনাল হবে লিওনেল মেসির বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামির মাঠ হার্ড রক স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্ব হবে ২০ জুন থেকে ২ জুলাই। কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ থেকে ৬ জুলাই। কনমেবল জানিয়েছে, টেক্সাসের আর্লিংটনের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম, হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়াম, অ্যারিজোনার গ্লেনডালের স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম এবং নেভাডার লাসভেগাসের অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়ামে হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। ৯ ও ১০ জুলাই হবে সেমিফাইনালের দুই ম্যাচ। সেমিফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম ও নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ১৩ জুলাই। টুর্নামেন্টের অন্য ভেন্যুগুলো হল্সেঅস্টিনের কিউ২ স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়াম, সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়াম, অরল্যান্ডোর এক্সপ্লোরিয়া, ফ্লোরিডা ও ক্যানসাস। সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই টুর্নামেন্ট। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডাতে। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে এবারের কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রে।

যুক্তরাষ্ট্রে কোপা আমেরিকা আয়োজন নিয়ে কনমেবলের সভাপতি আলেহান্দ্রো ডমিঙ্গেজ বলেছেন, 'আমেরিকান মহাদেশে স্টেডিয়ামভর্তি আবেগ নিয়ে কোপা আমেরিকার অবিস্মরণীয় উদ্বোধনী ও ফাইনাল আয়োজনের আশা করছি। আটলান্টায় বল গড়ানো শুরু হবে এবং মায়ামির ফাইনালের আগ পর্যন্ত সেটি থামবে না। এসব শহরের স্টেডিয়ামগুলো অসাধারণ। এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ও আমাদের বন্ধু কনকাকাফের মূল্যবান সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা সর্বকালের সেরা কোপা আমেরিকা আয়োজনের দিকে তাকিয়ে আছি'।

'বাজবল' চালিয়ে যাবেন ম্যাককালাম

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ধৈর্য্যের খেলা টেস্ট ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন 'বাজবল' তত্ত্বের জনক ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। ফলে ৫ দিনের টেস্ট হয়ে উঠেছে আরও আক্রমণাত্মক। ভারতের মাটিতেও 'বাজবল' চালিয়ে যাবেন ম্যাককালাম।

আগামী বছরের শুরুতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারত সফর করবে ইংল্যান্ড। ভারতের মাটিতে উইকেট মূলত স্পিন নির্ভর। তাতে বাজবল কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ বাজবল তত্ত্ব দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। তবে এ কারণে নিজেদের ব্র্যান্ড অব ক্রিকেট থেকে পিছু হটবে না ইংল্যান্ড।

এ প্রসঙ্গে ম্যাককালাম বলেন, 'ভারতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে আমরা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবো। আমি সিরিজটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সবাই চায় সেরা দলের বিপক্ষে নিজেদের পরখ করতে। আমি বিশ্বাস করি ভারত নিজেদের কন্ডিশনে সেরা দল। এটা আমাদের জন্য দারুণ চ্যালেঞ্জ। যদি সফল হই দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। আর সফল না হলেও জানি আমাদের কি করতে হবে।'

বাজবল নিয়ে ইংলিশ কোচ আরও বলেন, আমরা খেলাটি (বাজবল) খেলছি, কারণ ক্রিকেটকে ভালোবাসি এবং ক্রিকেটে যতটা ভালো করা যায় তার চেষ্টা করছি। আপনি যখন দায়িত্বে থাকবেন তখন নিশ্চিত করতে হবে খেলাটি আপনি উপভোগ করছেন এবং এটি (উপভোগ) করার জন্য আপনার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR